দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 20 JAN 2013
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

শিক্ষাঙ্গনের সংবাদ

সাড়ম্বরে পালিত হলো জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় দিবস

১২ জানুয়ারী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত হয়েছিল নবীন-প্রবীণ ছাত্রদের অনন্য মিলন ক্ষেত্রে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৩তম জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত হয়েছিল এ আসর। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের সর্বত্র ছিল উৎসবের আমেজ। বর্তমান-প্রাক্তনদের পদচারণায় মুখরিত ছিল গোটা ক্যাম্পাস। বহুদিন পর দূর থেকে আসা, পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের কাছে পেয়ে আবেগে আপ্লুতে জড়িয়ে ধরতে দেখা গেছে অনেককে। স্থানে স্থানে জমে উঠেছিল আড্ডা। আড্ডার মশগুলতা কাটিয়ে প্রিয়জনের হাত ধরে অনেকেই খুঁজেছে হারানো দিন। সাদামাটা আয়োজন থাকলেও আয়োজকদের মধ্যে

আন্তরিকতার ঘাটতি ছিল না। সকাল ১১টায় আকাশমনি চত্বরে জাতীয় পতাকা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে কর্মসূচী শুরু হয়। পরে কবুতর উড়িয়ে উদ্বোধন করা হয় বর্ণাঢ্য র‍্যালি। প্লাকার্ড, ব্যানার, ফেস্টুন, টুপি ও রঙ-বেরঙের সাজে সজ্জিত র‍্যালিটি এক সময় জনসমুদ্রে রূপ নেয়। দিনব্যাপী কর্মসূচীর দ্বিতীয় পর্বে অনুষ্ঠিত হয় স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান হলেও নানা সমস্যার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আয়োজন করতে পারেনি আনুষ্ঠানিক কোন কর্মসূচী। তাই সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে দেখা গেছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। ইলেক্ট্রনিক্স ও কম্পিউটার সায়েন্সের প্রথম বর্ষের ছাত্র প্রিন্স জানায়, আমরা যারা এখানে নতুন তারা শুনেছি বিগত বছরগুলোতে এ দিনটি অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালন করা হয়েছে। কিন্তু এবার আমরা সেরকম বৈচিত্র্য দেখতে পাইনি যেরকমটি আশা করেছিলাম। ফজিলাতুন্নেছা হলের ছাত্রী রেখা জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৩তম জন্মদিন হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে চমৎকারভাবে পালিত হয়েছে। তবে প্রশাসনিক স্বীকৃতি না থাকায় তিনি

দুঃখ প্রকাশ করেন। ইতিহাস বিভাগের ছাত্রী বাসন্তী জানায়, যে ক্যাম্পাস প্রতিনিয়ত হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর সুখের স্বপ্ন লালন করে চলেছে তার জন্মদিন যেভাবে পালিত হয়েছে তা ছিল যেন অন্ধকারের মাঝে আলোর খণ্ডকালীন বিচ্ছুরণ। সালাম, বরকত হলের ছাত্র এমরান সোহেল, রওশন, বকুল তমাল, ইকবাল; ফজিলাতুন্নেছা হলের ছাত্রী স্বপ্না, চৈতালী, রাখি, শিপা; ফয়জুন্নেছা হলের ছাত্রী সামি, মুক্তা, লিমা, পুবালী; জাহানারা ইমাম হলের ছাত্রী সেলিনা, পান্না, ইতু; এমএইচ হলের ছাত্র সাঈদ, দিদার; শেখ মুজিব হলের ছাত্র হাফিজ, জিতু; ভাসানী হলের ছাত্র তাহের, রুহুল; আল-বেরুনী হলের ছাত্র সুভাস জানায়, এবছর বিশ্ববিদ্যালয় দিবস যেভাবে পালিত হয়েছে তা হল মন্দের ভাল। তবে আমরা আশা করি, অন্যান্য বছর যেরকম জমজমাটভাবে বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালিত হয়েছে সামনের বছরগুলোতে তা অব্যাহত থাকবে। এবারের মত প্রাণহীন বিশ্ববিদ্যালয় দিবস আর দেখতে চাই না।

□ সিরাজুল ইসলাম